সংবাদ

তারিখ ... 17 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সম্পাদকীয়

বিসিএস পরীক্ষায় পিএসসির নতুন শর্ত

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পাবলিক সার্ভিস কমিশন–পিএসসিতে একটার পর একটা অঘটন ঘটে চলেছে। প্রথমেই পিএসসি গত সরকারের আমলে গৃহীত বিসিএস পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে গড়িমসি করে। পরে সেই ফল যদিও প্রকাশ করা হলো, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তানদের কোটা সুবিধা দেয়া হলো না। পিএসসির এই সিদ্ধান্তে মনে হবে দেশে যত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার আছে তারা সবাই আওয়ামী লীগার। সরকারি দলের নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী লীগের অবদানের কথাই স্বীকার করতে চান না। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের স্বার্থে নেয়া আওয়ামী লীগ সরকারের সিদ্ধান্ত বাতিলে উঠেপড়ে লেগেছেন। সরকারের এই দ্বিমুখী নীতি কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এছাড়া ২৪তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যে কেলেঙ্কারি হলো তাতে পিএসসির প্রতি জনগণের আস্থা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে কর্তৃপক্ষ পরীক্ষাটি বাতিল করতে বাধ্য হন। কিন্তু এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ইতোপূর্বে কখনওই বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। এক্ষেত্রেও জোট সরকার একটি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল।

সম্প্রতি পিএসসি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেসব ছাত্রছাত্রী এসএসসি ও এইচএসসিতে বাংলা ও ইংরেজিতে শতকরা ৪৫-এর কম নম্বর পাবে তারা বিসিএসে অংশ নিতে পারবে না। পিএসসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঃ সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে সেই দক্ষতা বাড়ানোর জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের এ সিদ্ধান্ত মাথাব্যথার কারণে মাথা কেটে ফেলার শামিল। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় ৪৫ নম্বরের কম বা বেশি পাওয়া বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা হলো স্কুল ও কলেজে শিক্ষার মানোন্নয়ন। সেই মানোন্নয়নের কাজটি পরীক্ষার্থীদের ওপর শর্তারোপ করে হবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মানে যে ধস নেমেছে তা ঠেকাতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের পাশাপাশি মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি শিক্ষার কারিকুলাম ও পাঠদান পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পাবালিক সার্ভিস কমিশন একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার স্থান। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই উত্তীর্ণ-অনুত্তীর্ণ বাছাই হবে। সেখানে স্কুল বা কলেজ পরীক্ষার ফলাফলের শর্তারোপ করা কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এসএসসি ও এইচএসসির ইংরেজি ও বাংলায় ন্যূনতম নম্বর বাধ্যতামূলক করলেও স্নাতক পর্যায়ে কিন্তু তা করেনি। এসএসসি ও এইচএসসিতে কোন প্রার্থীর উল্লিখিত নম্বর না থাকলে সে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। কিন্তু কেউ এ দু'টি পরীক্ষায় ভাল করে স্নাতক পর্যায়ে শতকরা ৪৫-এর কম পেলেও পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। এই স্ববিরোধী নীতির কোন ব্যাখ্যা নেই।

আমাদের বক্তব্য, পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর ধার্য করে চাকরি প্রার্থীদের ইংরেজি ও বাংলা ভাষার জ্ঞান বাড়ানো যাবে না। এজন্য বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতিও ঢেলে সাজানো দরকার। প্রয়োজনমতো ভাষার ওপর মোটামুটি দখল না থাকলে কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। সে ধরনের ব্যবস্থা হলে পরীক্ষার আগে নম্বরের ব্যারিকেড তৈরি করতে হবে না। ইতোমধ্যে পিএসসির এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। রাজশাহীসহ কোন কোন স্থানে ছাত্রছাত্রীরা ধর্মঘট পর্যন্ত করেছে। আমরা মনে করি পিএসসির এ সিদ্ধান্তটি সঠিক নয় এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে পূর্ববর্তী নিয়মে বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হবে সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ।